প্রথম আলো

11 JUL 2025

আলোচনার টেবিলে বাংলাদেশ, আরও ৭ দেশের শুল্ক ঘোষণা

ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক

বাংলাদেশ সময় গতকাল রাত ৯টায় ওয়াশিংটনে আলোচনায় বসে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল। আজ শুক্রবারও আলোচনা হওয়ার কথা।

কূটনৈতিক প্রতিবেদক ও নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের শুল্কছাড়ের বিষয়ে ওয়াশিংটনে দুই পক্ষ দ্বিতীয় দিনের আলোচনায় বসেছে গতকাল বৃহস্পতিবার। যুক্তরাষ্ট্রের সময় অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় (বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায়) এই আলোচনা শুরু হয়। তৃতীয় ও শেষ দিনের মতো আজ শুক্রবারও এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। গতকাল সকালে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এক বার্তায় এ তথ্য জানায়।

বার্তায় জানানো হয়, দুই দেশের মধ্যে আলোচনাটি অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যেখানে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে প্রায় সব কটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে এসেছে। আলোচনায় বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান, প্রধান উপদেষ্টার আইসিটি ও টেলিযোগাযোগবিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমেদ তৈয়ব ঢাকা থেকে ভার্চুয়ালি আলোচনায় যোগ দেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও ওয়াশিংটনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কৃষি, জ্বালানি, বাণিজ্য ও কপিরাইট-সংক্রান্ত সংস্থাগুলোর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা আলোচনায় অংশ নেন।

ওয়াশিংটন থেকে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার গোলাম মোর্তোজা গতকাল এক ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র শুল্ক ইস্যু নিয়ে আলোচনার প্রথম দিন শেষ হয়েছে। কাল, পরশুও আলোচনা চলবে। যুক্তিতর্কে অধিকাংশ বিষয়ে দুই পক্ষ একমত হয়েছে। তবে এখনই শুল্ক ইস্যু নিয়ে মন্তব্য করা যাবে না।

শুল্ক ইস্যুতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনা নিয়ে ফেসবুকে গতকাল একটি পোস্ট দিয়েছেন জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। ফাওজুল কবির খান লিখেছেন, 'সহকর্মী বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের সঙ্গে কথা হয়েছে। তিন দিনব্যাপী যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ বাণিজ্য আলোচনার প্রথম দিন অতিবাহিত হয়েছে। প্রথম দিনের আলোচনার পরিধি ছিল ব্যাপক। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কৃষি, বাণিজ্য, জ্বালানি, মেধাস্বত্বসহ সব সেক্টরের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। আমাদের প্রতিনিধিদল তাদের সমস্ত প্রশ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছে ও তাদের বক্তব্য শুনেছে। এখন আমাদের আলোচনার পরিসমাপ্তি পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে।'

প্রসঙ্গত, ট্রাম্প প্রশাসন ১ আগস্ট থেকে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের পরিকল্পনা ঘোষণা করার পর দ্বিতীয় দফার এই আলোচনা শুরু হয়।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গতকাল নতুন করে আরও সাত দেশের জন্য নতুন শুল্ক ঘোষণার তথ্য প্রকাশ করেন। এর আগে গত সোমবার বাংলাদেশসহ ১৪টি দেশের পাল্টা শুল্ক ঘোষণা করা হয়েছিল। তাতে কোনো কোনো দেশের শুল্কহার গত এপ্রিলে ঘোষিত হারের চেয়ে কমেছে, কোনো কোনো দেশের ক্ষেত্রে বেড়েছে। আর কয়েকটি দেশের শুল্কহার অপরিবর্তিত ছিল। এপ্রিলে ট্রাম্প প্রথম দফায় যে পাল্টা শুল্কের ঘোষণা দিয়েছিলেন, সেখানে বাংলাদেশের জন্য শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছিল ৩৭ শতাংশ। গত সোমবারের ঘোষণায় সেটি ৩৫ শতাংশে নামিয়ে আনেন ট্রাম্প। ওই দিনই এ বিষয়ে ১৪ দেশের সরকারপ্রধানকে আলাদা আলাদা চিঠি দেন ট্রাম্প।

নতুন করে যে সাতটি দেশের ওপর শুল্ক আরোপ করা হয়েছে, তার মধ্যে ফিলিপাইনের পণ্যে ২০ শতাংশ (আগে ১৭ শতাংশ ছিল), ব্রুনেইয়ের পণ্যে ২৫ শতাংশ (আগে ২৪ শতাংশ), মলডোভার পণ্যে ২৫ শতাংশ (আগে ৩১ শতাংশ), আলজেরিয়ার পণ্যে ৩০ শতাংশ (আগেও ৩০ শতাংশ), ইরাকের পণ্যে ৩০ শতাংশ (আগে ৩৯ শতাংশ), লিবিয়ার পণ্যে ৩০ শতাংশ (আগে ৩১ শতাংশ) ও শ্রীলঙ্কার পণ্যে ৩০ শতাংশ (আগে ৪৪ শতাংশ) শুল্ক আরোপ করা হয়।

আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যেসব দেশকে ট্রাম্প চিঠি দিয়েছেন এবং যাদের এখনো দেননি, তারা সবাই কমবেশি চেষ্টাচরিত্র করছে, যাতে যুক্তরাষ্ট্রের এই উচ্চ শুল্কের খড়্গ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। বাস্তবতা হচ্ছে, এই দফায় কোনো দেশ যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যে পাল্টা শুল্ক আরোপ করেনি। সেই সঙ্গে ওয়াল স্ট্রিট বা যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক খাতের প্রতিক্রিয়াও তেমন তীব্র কিছু নয়।

সিএনএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিন মাস আগে ট্রাম্প বিপুল হারে 'পাল্টা' শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেওয়ার পর ৯০ দিনের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এরপর তিন মাস পেরিয়ে গেল, ৯ জুলাই আসার আগে ট্রাম্প আবার তা পিছিয়ে দিলেন। এই পরিস্থিতিতে ওয়াল স্ট্রিট এখন এই শুল্ক-সংক্রান্ত ঘোষণা গুরুত্ব দিয়ে দেখছে না।

এদিকে যেসব দেশ ট্রাম্পের চিঠি পেয়েছে, তারা সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। এমনকি তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ারও আগ্রহ প্রকাশ করেছে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা গত মঙ্গলবার সকালে মন্ত্রিসভার টাস্কফোর্স বৈঠকে বসেন। তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ ও শুল্কহার বাড়ানোর ঘোষণায় জাপান দুঃখ প্রকাশ করছে। তিনি বলেন, উভয় দেশের জন্য লাভজনক দ্বিপক্ষীয় চুক্তির লক্ষ্যে আলোচনা অব্যাহত থাকবে।

দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থ মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, তারা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। তবে বাজারে অতি অস্থিরতা দেখা দিলে সরকার 'তাৎক্ষণিকভাবে দৃঢ় পদক্ষেপ নেবে'। যদিও কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা খোলাসা করা হয়নি।

তথ্য কেন্দ্র ★ ঢাকা ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

CamScanner

প্রথম আলো
~~সমকাল~~
11 JUL 2025

৪৩ খাতে রপ্তানিতে প্রণোদনা থাকবে আরও ৬ মাস

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রজ্ঞাপন

অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, তিন কারণে রপ্তানি খাতে আর্থিক প্রণোদনা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহারের সময়সীমা আরও ৫ মাস পিছিয়ে দিয়েছে সরকার।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) ৪৩ খাতে রপ্তানি প্রণোদনা ও নগদ সহায়তা আগের মতোই বহাল রেখেছে সরকার। জাহাজীকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানি প্রণোদনা এবং নগদ সহায়তার হার পণ্যভেদে দশমিক ৩০ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ। এ নিয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের পর বাংলাদেশ ব্যাংক গতকাল বৃহস্পতিবার এক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, তিন কারণে রপ্তানি খাতে আর্থিক প্রণোদনা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহারের সময়সীমা আরও পাঁচ মাস পিছিয়ে দিয়েছে সরকার। আগামী বছরের (২০২৬) জুলাই থেকে এটি কার্যকর করার কথা ছিল। এখন তা পিছিয়ে আগামী বছরের নভেম্বর মাস নির্ধারণ করা হয়েছে।

সূত্রটি জানায়, যে কারণে এই সময়সীমা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে তা হলো, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের পণ্যের ওপর অধিক হারে শুল্কারোপ, স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানিতে ভারতের বিধিনিষেধ এবং গত বছর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর শিল্প খাতে অস্থিরতা। বিগত সাত অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি খাতে প্রণোদনা দেওয়ার পরিমাণ ছিল ৪৬ হাজার ৭১৫ কোটি টাকা। এই আর্থিক প্রণোদনার সিংহভাগ (৮০ ভাগের বেশি) পেয়েছে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকশিল্প।

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার গত বছরের দুই দফায় রপ্তানি প্রণোদনা কমায়। তখন বলা হয়, ২০২৬ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশ হবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) বিধিবিধান অনুসারে এলডিসি থেকে উত্তরণের পর কোনো ধরনের রপ্তানি প্রণোদনা বা নগদ সহায়তা দেওয়া যায় না। এলডিসি থেকে উত্তরণের পর একবারে সহায়তা প্রত্যাহার করা হলে রপ্তানি খাত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। তাই ধাপে ধাপে সহায়তা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

কোন খাতে কত প্রণোদনা

নগদ সহায়তার সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাত। দেশি সুতা ব্যবহার করে উৎপাদিত তৈরি পোশাক নতুন বাজারে রপ্তানি করলে সর্বোচ্চ ৫ দশমিক ৯ শতাংশ প্রণোদনা মিলবে; যা গত বছরের জুনের আগে ছিল ৯ দশমিক ১ শতাংশ।

বর্তমানে দেশের দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানি খাত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য। আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে প্রণোদনা ১০ শতাংশ এবং ক্রাস্ট ও ফিনিশড লেদারে ৬ শতাংশ প্রণোদনা মিলবে। এ ছাড়া প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্যে নগদ সহায়তা ১০ শতাংশ মিলবে।

কয়েক বছর ধরেই পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি কমছে। তারপরও বৈচিত্র্যময় পাটপণ্য রপ্তানিতে ১০ শতাংশ নগদ সহায়তা বহাল থাকবে। এ ছাড়া পাটজাত পণ্যে ৫ শতাংশ এবং পাট সুতায় প্রণোদনা মিলবে ৩ শতাংশ। একইভাবে হালকা প্রকৌশল পণ্য রপ্তানিতে নগদ সহায়তা ১০ শতাংশ, ওষুধের কাঁচামালে ৫ শতাংশ, বাইসাইকেল রপ্তানিতে ৩ শতাংশ এবং আসবাব পণ্য রপ্তানিতে নগদ সহায়তা থাকবে ৮ শতাংশ।

এ ছাড়া হিমায়িত চিংড়ি, মোটরসাইকেল, ইলেকট্রনিকস, পেট বোতল ফ্লেক্স, জাহাজ, প্লাস্টিক পণ্য, হাতে তৈরি পণ্য যেমন হোগলা, খড়, আখ বা নারিকেলের ছোবড়া, তৈরি পোশাক কারখানার ঝুট, গরু, মহিষের নাড়ি, ভুঁড়ি, শিং ও রগ, কাঁকড়া, কুঁচে, আগর, আঁতর ইত্যাদি পণ্য রপ্তানিতেও নগদ সহায়তা আগের মতো থাকবে।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম *প্রথম আলোকে* বলেন, রপ্তানিতে নগদ সহায়তার অর্থ পেতে অনেক কাঠখড় পোহাতে হয় ব্যবসায়ীদের। এটি কমিয়ে আনতে প্রবাসী আয়ের বিপরীতে যেভাবে প্রণোদনা দেয়, সেভাবে রপ্তানিকারকদেরও দিতে পারে সরকার। তিনি আরও বলেন, 'আমাদের প্রতিযোগী দেশ ভারত বিভিন্নভাবে প্রণোদনা দিয়ে বিনিয়োগে উৎসাহ দিচ্ছে। তবে বাংলাদেশে ঘটছে উল্টো। এদিকে নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি খরচ বাড়লেও প্রণোদনা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

প্রথম আলো 11 JUL 2025

চীন ও বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি কমেছে

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার

গত এপ্রিল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানিতে বাড়তি ১০ শতাংশ ন্যূনতম শুল্ক কার্যকর হয়েছে। তাতে মে মাসে দেশটিতে পোশাক রপ্তানি কমেছে।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্য রপ্তানিতে গত এপ্রিলে প্রাথমিকভাবে ১০ শতাংশ ন্যূনতম পাল্টা শুল্ক কার্যকর করে দেশটির প্রশাসন। তার পরের মাসেই চীন ও বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ধস নেমেছে। তবে প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনামের রপ্তানি বেড়েছে। সুবিধাজনক অবস্থায় আছে ভারত।

যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড কমিশনের (ইউএসআইটিসি) ও ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) পরিসংখ্যান থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

যুক্তরাষ্ট্র যেসব দেশ থেকে পণ্য আমদানি করে, সেসব দেশের ওপর গত ২ এপ্রিল পাল্টা শুল্ক বা রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ আরোপ করেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিশ্বের ৫৭টি দেশের ওপর বিভিন্ন হারে বাড়তি পাল্টা শুল্ক বসানো হয়। তখন বাংলাদেশের পণ্যের ওপর বাড়তি শুল্ক ছিল ৩৭ শতাংশ। গত ৯ এপ্রিল পাল্টা শুল্ক তিন মাসের জন্য স্থগিত করেন প্রেসিডেন্ট। যদিও সব দেশের ওপর ন্যূনতম ১০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক কার্যকর করা হয়।

৭ জুলাই বাংলাদেশসহ ১৪ দেশের পণ্যের ওপর নতুন শুল্ক আরোপ করে মার্কিন প্রশাসন। হোয়াইট হাউসের ৯০ দিনের শুল্কবিরতির সময়সীমা শেষ হতে চলায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই ঘোষণা দেন। এর আগে ৯ জুলাই থেকে শুল্ক কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও সেটি পিছিয়ে ১ আগস্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন ঘোষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশি পণ্যের ওপর শুল্ক হবে ৩৫ শতাংশ। তাতে গড় শুল্ক দাঁড়াবে ৫০ শতাংশ। এই শুল্ক কমানো নিয়ে এখন যুক্তরাষ্ট্রে বৈঠক করছেন বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা।

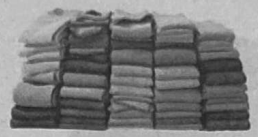

জানা যায়, গত বছর ভোটের আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প চীনের ওপর শুল্ক আরোপের হুমকি দেন। সে কারণে নির্বাচনে ট্রাম্প জেতার পর যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানের অনেকে বাড়তি ক্রয়াদেশ দেওয়া শুরু করে বাংলাদেশে। ফলে গত বছরের নভেম্বর থেকে বাজারটিতে তৈরি পোশাক রপ্তানি বাড়তে থাকে বাংলাদেশের। গত বছর সব মিলিয়ে বাংলাদেশ থেকে ৭ দশমিক ৩৪ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রে ৮০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ। ফেব্রুয়ারি ও মার্চে রপ্তানি হয় যথাক্রমে ৭০ ও ৭২ কোটি ডলার। গত এপ্রিলে ন্যূনতম পাল্টা শুল্ক কার্যকর হওয়ায় মাসেও রপ্তানি হয় ৭৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। কিন্তু মে মাসে সেই রপ্তানি ৫৫ কোটি ডলারে নেমে আসে। তার মানে এপ্রিলের তুলনায় মে মাসে রপ্তানি কমেছে ২১ কোটি ডলারের।

মে মাসে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমলেও সামগ্রিক পরিস্থিতি এখনো ইতিবাচক আছে। চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জানুয়ারি-মে) রপ্তানি হয় ৩৪৫ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৩ শতাংশ বেশি।

প্রথমবার ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় থাকার সময় ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু হয়। পরের বছর থেকে চীন থেকে তৈরি পোশাকের ক্রয়াদেশ সরতে থাকে। ট্রাম্প দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এলে সেটি আরও ত্বরান্বিত হয়। এপ্রিলে কয়েক দফায় চীনের পণ্যের ওপর ১৪৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন ট্রাম্প।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে গত পাঁচ মাসে তৈরি পোশাক রপ্তানি

দেশ	জানু '২৫	ফেব্রু '২৫	মার্চ '২৫	এপ্রিল '২৫	মে '২৫
চীন	১৬০	১১৭	৮৩	৭৬	৫৬
ভিয়েতনাম	১৪৪	১১৮	১২৬	১২১	১২৩
বাংলাদেশ	৮০	৭০	৭২	৭৬	৫৫
ভারত	৪৭	৪৮	৫৬	৪৯	৪৬
ইন্দোনেশিয়া	৪২	৩৬	৪৫	৩৭	২৯

হিসাব কোটি ডলারে

সূত্র : অটেক্সা ও ইউএসআইটিসি

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে গত এপ্রিলে চীন ৭৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। পরের মাসেই সেটি কমে ৫৬ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। এই রপ্তানি গত বছরের মে মাসের তুলনায় ৫২ শতাংশ কম। গত বছরের মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রে ১১৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেন চীনের রপ্তানিকারকেরা।

পাল্টা শুল্কের এই অস্থির সময়েও ভিয়েতনামের রপ্তানি বেড়েছে। গত এপ্রিলের তুলনায় মে মাসে ২ কোটি ডলারের রপ্তানি বেড়েছে ভিয়েতনামের। মে মাসে দেশটি রপ্তানি করেছে ১২৩ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। এই রপ্তানি গত বছরের মে মাসের তুলনায় ১৯ শতাংশ বেশি।

শুধু মে নয়, গত জানুয়ারি থেকে প্রতি মাসেই ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি তৈরি পোশাক রপ্তানি করছে ভিয়েতনাম। সে জন্য এপ্রিল শেষে চীনকে ছাড়িয়ে বাজারটিতে শীর্ষস্থানটি দখলে নিয়েছে।

এদিকে পাল্টা শুল্কের মধ্যেও ভারত তাদের তৈরি পোশাক রপ্তানি ধরে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে। গত এপ্রিলে তাদের রপ্তানি ছিল ৪৯ কোটি ডলার। মে মাসে সেটি মাত্র ৩ কোটি ডলার কমে ৪৬ কোটিতে দাঁড়ায়। অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়ার তৈরি পোশাক রপ্তানি এপ্রিলের তুলনায় মে মাসে ৮ কোটি ডলার কমে ২৯ কোটি ডলারে দাঁড়ায়।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান প্রথম আলোকে বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে জাহাজ যেতে ৪-৬ সপ্তাহ সময় লাগে। এপ্রিলে ঈদের ছুটির কারণে রপ্তানি কিছুটা কম হয়েছে। আবার ১০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক কার্যকর হওয়ার পর বেশ কিছু ক্রয়াদেশ স্থগিত হয়েছে। সে জন্য রপ্তানি কমেছে। জুন-জুলাইয়ের রপ্তানির হিসাব পেলে প্রকৃত চিত্র বোঝা যাবে। তিনি আরও বলেন, পাল্টা শুল্কের বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত না হওয়ায় বিদেশি ক্রেতারা নতুন ক্রয়াদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে ধীরগতিতে এগোচ্ছেন। শুল্কহার শেষ পর্যন্ত কী হয়, সেটির ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।

সমকাল

11 JUL 2025

চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি কমার শঙ্কা

■ জসিম উদ্দিন বাদল

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপ

- উদ্বেগ বাড়ছে রপ্তানিকারকদের
- তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়বে এ খাত
- লবিষ্ট নিয়োগ ও ফের আলোচনার পরামর্শ

বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাকের পর যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় চামড়াজাত পণ্য। ট্রাম্প প্রশাসন বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশের রপ্তানিতে নতুন করে শুল্ক বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে। এতে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় আছেন এ খাতের রপ্তানিকারকরা। তাদের শঙ্কা, অতিরিক্ত শুল্কের কারণে রপ্তানি তুমুল প্রতিযোগিতায় পড়বে। মার্কিন ক্রেতারা কম দামে পণ্য পেতে বিকল্প দেশ খুঁজবেন। এতে বাংলাদেশের চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি কমে যাবে।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যে নতুন করে ৩৫ শতাংশ শুল্ক বাড়িয়েছে। আগের ১৬ শতাংশসহ এ হার দাঁড়িয়েছে ৫১ শতাংশে। মার্কিন আমদানিকারকরা বাংলাদেশ থেকে ১০০ ডলারের একটি পণ্য নিলে নিজ দেশে শুল্ক দিতে হবে ৫১ ডলার। এ পরিস্থিতিতে সে দেশে পণ্যের বিক্রি কমে যেতে পারে।

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিকারকরা জানান, যুক্তরাষ্ট্রের জুতা ও চামড়াজাত পণ্যের বার্ষিক বাজার ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি। বাংলাদেশ থেকে সেখানে বছরে ৮ থেকে ১০ কোটি ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়। তবে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হিসাবে, যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির এ অঙ্ক আরও বড়। ইপিবির তথ্যমতে, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত কম চামড়া ব্যবহার করে অন্যান্য পণ্য, যেমন– সুটকেস, হ্যান্ডব্যাগ, লেডিস ও জেন্টস ব্যাগ, ওয়ালেট, অ্যাক্সেসরিজ ইত্যাদি চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রে এসব পণ্য রপ্তানি হয়েছে ২৭ কোটি ডলারের। তবে সদ্য বিদায়ী অর্থবছরে এ রপ্তানির পরিমাণ আরও বেশি।

উদ্যোক্তারা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক বাড়তি উদ্বেগ তৈরি করছে। ফলে রপ্তানি কমবে। রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সরকারের উচিত দ্রুত কিছু পদক্ষেপ নেওয়া। যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্য আমদানিতে শুল্ক হ্রাস ও কূটনৈতিকভাবে ফের যোগাযোগ বাড়াতে হবে। লবিষ্ট নিয়োগ করতে হবে। শুল্ক না কমালে অন্তত প্রতিযোগী দেশগুলোর সমান রাখতে হবে।

লেদার গুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এলএফএমইএবি) জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ও লেদারেক্স ফুটওয়্যারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নাজমুল হোসেন সমকালকে বলেন, ভারত, পাকিস্তান, ভিয়েতনামসহ প্রতিযোগী দেশগুলোর চেয়ে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শুল্ক বেশি। অন্তত তাদের সমপরিমাণ থাকলেও বাংলাদেশ কিছুটা নিরাপদ স্থানে থাকবে। যদি সত্যিই তা বহাল থাকে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের ক্রয়াদেশ কমে যাবে। ফলে দেশের রপ্তানি কমে যাবে।

বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার, লেদার গুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএফএলএলএফইএ) ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবদুল আউয়াল বলেন, শুল্ক বাড়লে পোশাকের পাশাপাশি ক্ষতির মুখে পড়বে চামড়া খাতের রপ্তানিও। চীন, ইউরোপ, কোরিয়াসহ কয়েকটি দেশে বাংলাদেশ চামড়া রপ্তানি করে। সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় চীনে। কিন্তু চীনের রপ্তানিতে এমনিতেই অত্যধিক শুল্ক বসিয়েছেন ট্রাম্প। ফলে চীনের বায়াররা বাংলাদেশকে চামড়ার দাম কমানোর জন্য চাপ প্রয়োগ করছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের তুলনায় ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়াসহ প্রতিযোগী দেশগুলোর শুল্ক কম। ফলে বায়াররা কম দামে আমদানির জন্য বিকল্প দেশ খুঁজবে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে বাংলাদেশে কারখানা স্থাপন করা চীনের প্রতিষ্ঠানগুলোর।

চামড়া খাতের রপ্তানি ধরে রাখতে আবদুল আউয়াল তিনটি পরামর্শ দেন। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে যেসব পণ্য রপ্তানি করে, সেগুলোতে শুল্ক কমানোর জন্য লবিষ্ট নিয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, কূটনৈতিকভাবে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে জোরালোভাবে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। তৃতীয়ত, এসব উদ্যোগে সচল না হলে সরকারকে রপ্তানিতে ভর্তুকি দিয়ে হলেও যুক্তরাষ্ট্রের বাজার ধরে রাখতে হবে।

বিএফএলএলএফইএর সাবেক সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ মাহিন বলেন, বাংলাদেশি পণ্য সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের নিম্ন ও মধ্যবিত্তরা ব্যবহার করেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভালো নয়। জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে। ফলে তারা বেশি দরে জুতা ও চামড়াজাত পণ্য কেনা কমিয়ে দেবে, যার প্রভাব পড়বে বাংলাদেশের রপ্তানিতে।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল বলেন, তারা সীমিত আকারে রপ্তানি শুরু করেছেন। তবে শুল্ক তাদেরও রপ্তানি ব্যাহত করবে।

CamScanner

সমকাল
11 JUL 2025

আরও সাত দেশের পণ্যে পাল্টা শুল্ক আরোপ করল যুক্তরাষ্ট্র

■ শিল্প ও বাণিজ্য ডেস্ক

আরও সাতটি দেশের জন্য 'পাল্টা শুল্ক' নির্ধারণ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত বুধবার ডোনাল্ড ট্রাম্প ফিলিপাইন, ব্রুনাই, মলদোভা, আলজেরিয়া, ইরাক, লিবিয়া ও শ্রীলঙ্কাকে নতুন শুল্কারোপের কথা জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। এর আগে সোমবার ১৪টি দেশকে চিঠি দেন তিনি। এক সপ্তাহের মধ্যে মোট ২১টি দেশের জন্য নতুন পাল্টা শুল্কহার নির্ধারণ করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

সিএনবিসি জানায়, বুধবার নিজের মালিকানাধীন সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এ ঘোষণা দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছিলেন, কমপক্ষে সাতটি দেশের তালিকা প্রকাশের পাশাপাশি আরও কয়েকটি দেশের নাম জানানো হবে। তবে শেষ পর্যন্ত সাতটি দেশের মধ্যেই সীমিত থাকলেন তিনি।

ফিলিপাইনের পণ্যে ২০ শতাংশ, ব্রুনাইয়ের পণ্যে ২৫ শতাংশ, মলদোভার পণ্যে ২৫ শতাংশ, আলজেরিয়ার পণ্যে ৩০ শতাংশ, ইরাকের পণ্যে ৩০ শতাংশ, লিবিয়ার পণ্যে ৩০ শতাংশ ও শ্রীলঙ্কার পণ্যে ৩০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

এ ছাড়া ব্রাজিলে উৎপাদিত পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ বিষয়ে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় দেশটির প্রেসিডেন্ট লুইস ইনাসিও লুলা দা সিলভা সামাজিক মাধ্যম এক্সে লিখেছেন, 'ব্রাজিলের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক সম্পর্কের ঘাটতির দাবিটি সঠিক নয়। যে কোনো একতরফা শুল্ক বৃদ্ধি করা হলে ব্রাজিলের অর্থনৈতিক পারস্পরিক আইন অনুসারে মোকাবিলা করা হবে।'

এ পর্যন্ত যে ২১টি দেশের নতুন করে চিঠি দেওয়া হয়েছে তাদের শুল্কহার ২০ থেকে ৪০ শতাংশের মধ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। যদিও এসব চিঠিতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র সম্ভবত এই নতুন শুল্কহার পর্যালোচনা করতে

ব্রাজিলে উৎপাদিত পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের পরিকল্পনা ট্রাম্পের

পারে। এটি নির্ভর করবে সেই দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ওপর।

যুক্তরাষ্ট্র দাবি করছে, নতুন এই শুল্কহার প্রয়োজনের তুলনায় কম। ট্রাম্প প্রশাসন বলছে, সংশ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি দূর করতে যে হারে শুল্কারোপ দরকার, তার চাইতে কম। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রায়ই দাবি করেন, বাণিজ্য ঘাটতি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতারণার শামিল।

চিঠি পাওয়া সব দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু না কিছু বাণিজ্য ঘাটতি আছে। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই সেই ঘাটতির পরিমাণ খুবই সামান্য। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি তথ্য অনুযায়ী ২০২৪ সালে মলদোভার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি ছিল মাত্র ৮৫ মিলিয়ন বা ৮ কোটি ৫০ লাখ ডলার।

ট্রাম্প যেসব নতুন শুল্কহার আরোপ করেছেন, তার বেশির ভাগই ২ এপ্রিল ঘোষিত স্বাধীনতা দিবসের শুল্কের কাছাকাছি। ট্রাম্প সেই শুল্ক ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করেন, যার মেয়াদ গত বুধবার শেষ হওয়ার কথা ছিল। তবে গত সোমবার ট্রাম্প এক নির্বাহী আদেশে শুল্ক কার্যকর করার সময়সীমা আগামী ১ আগস্ট পর্যন্ত পিছিয়ে দেন।

এর আগে গত সোমবার বাংলাদেশ, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, কাজাখস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, লাওস, মিয়ানমার, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, তিউনিসিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সার্বিয়া, কম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ডের পণ্যে নতুন পাল্টা শুল্ক আরোপ করে চিঠি দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বাংলাদেশের জন্য নতুন করে ৩৫ শতাংশ শুল্কারোপের কথা জানানো হয়।

The Financial Express

11 JUL 2025

Bangladesh-US talks on tariff walls end today

US buyers seeking alternative apparel sourcing to skip price rises

MIR MOSTAFIZUR RAHMAN AND JASIM UDDIN

Hope against hope lives on for cuts in the 35-percent additional tariffs on Bangladeshi exports to the US market as the second round of three-day negotiations between Bangladesh and the United States end today in Washington.

Meanwhile, the Trump-touted 'reciprocal tariff' turmoil begins to grate on US buyers as reports say some of them are seeking alternative apparel sourcing to skip price rises.

"The talks in the first two days were very comprehensive, touching upon almost all the key aspects of the trade relationships between the two nations," said a spokesperson for the CAO in Dhaka Thursday.

The two sides resumed their meeting at 09.00pm Bangladesh time Wednesday. Last-ditch negotiations will also be held today (Friday) in a bid to break the standoff that affects Bangladesh's trade deeply.

Commerce Adviser Sheikh Bashiruddin led the Bangladesh delegation in Washington. National Security Adviser Dr Khalilur Rahman and Chief Adviser's Special Assistant on ICT and Telecommunications Faiz Ahmed Tayeb joined the talks virtually from Dhaka. Senior Commerce Ministry officials also are in attendance at the meet in the US capital.

Senior US officials from agriculture, energy, commerce, and copyright agencies joined the meeting.

A number of apparel buyers are seeking alternative sourcing options amid rising tariffs -- some are even visiting emerging apparel-manufacturing countries. On the other hand, some buyers have already halted order placements in Bangladesh due to uncertainty surrounding the US tariff hike and ongoing negotiations with Bangladesh, according to industry owners.

They also mention that this uncertainty may cast impact on up to 25-percent orders for the upcoming seasons for summer, autumn-winter 26/27. While summer is the biggest season for Bangladesh knit-garment export to the USA, which accounts for about 30 per cent of Bangladesh RMG exports.

Industry-insiders say considering the production cost, including low tariffs, Jordan, Egypt, Kenya and Ethiopia could be alternative sourcing destinations.

However, as a saving grace for Bangladesh apparel, these countries have infrastructural challenges.

Referring to the past shift of garment production from China to Bangladesh due to high tariffs and rising costs, a similar trend is now being observed -- production is moving not only from Bangladesh but also from India, Pakistan, Vietnam and other countries.

Due to the newly announced 35-percent reciprocal tariffs by Donald Trump, Bangladeshi products may now face a total tariff of 51 to 82 per cent on the US market.

As a result of this change, no matter how capable or efficient Bangladesh's garment industry is, sustaining export to the US will become increasingly difficult under such high-tariff trade regime.

Firstly, this steep tariff hike will make Bangladeshi products uncompetitive in terms of price. Although Bangladesh currently makes garments under tariff structures that are higher, lower, or similar to those of China, Pakistan, India or Vietnam, this advantage is unlikely to last. This is because the nature of the textile and garment industry is such that production tends to shift to countries where costs, tariffs and labour wages are lower.

Sparrow Group Managing Director Shovon Islam says, "This is a natural rule of business and part of the global production cycle. Although such a shift requires infrastructure development, investment and quality improvement in some countries -- as was the case for Bangladesh -- these challenges will gradually be overcome. Countries like China, India and South Korea are expected to invest heavily in those emerging production destinations."

He also mentions that Chinese investors may invest in South American countries as they are enjoying duty-free trade facility, bar Brazil, a China-led BRICS-member country.

Talking with The Financial Express Thursday, Shahs Denims Ltd Managing director Shams Mahmud said almost every US buyer halted orders after the tariff hike declared in April.

"They are waiting for decision from the Trump administration on import from Bangladesh -- they would not place before the final settlement," he added about the stalemate.

Shams Mahmud said, "We were very careful about US orders since Trump's second-time election and now only 2.0-percent capacity has been occupied for US buyers."

Shovon Islam questions the effectiveness of the initiatives taken by the interim government of Bangladesh, saying the visible efforts have failed to reduce the additional 35-percent tariffs.

He emphasizes that exporters should explore Asian countries as alternative destinations to weather the headwinds blowing in from the US in the West.

He adds that for Bangladesh to survive in this shifting landscape, it is essential to build competitive advantages through infrastructure development, technological advancement, and skills enhancement.

Shams Mahmud also notes that the letter from US President Trump has extended the negotiation window for Bangladesh until August 1.

Shovon Islam states that his company faced a cancellation from a major US buyer, the largest online retailer.

"We have a $10 million business with that retailer," he explains. "Recently, we received orders that were originally placed through a Vietnamese company. Unfortunately, those orders were redirected back to Vietnam due to the tariff issue."

He says another US brand, with whom they do around $60 million in annual business, may reduce their orders by up to 10 per cent this year.

Last year, Sparrow Group's total exports stood at $259 million. This year, they set a target of $300 million by increasing production capacity -- adding 16 new lines, with another 14 lines currently under development. However, this plan may be impacted by the tariff hike, as the US accounts for half of Sparrow Group's total export market.

The exporter notes that the tariff hike may impact up to 20 per cent of demand on the US market as it could create inflationary pressure.

Speaking to The Financial Express, BKMEA President Mohammad Hatem said he exports around $1.2 million worth of knitwear to the US annually. "Due to the recent 10-percent tariff hike, my buyers have asked me to share 5.0 per cent of the additional cost."

He adds adjusting this amount through profit margins would be difficult, and that the buyer has already withheld payment for those shipments.

"If tariffs increase further, we will no longer be able to do business with US buyers," he forewarns, noting that the buyer is now seeking lower-cost production facilities elsewhere -- although such a switch would take time.

Referring to SK Bashir Uddin, the BKMEA President said, "The Adviser informed me that talks are ongoing, and we are hopeful of reducing the tariffs."

According to data from the United States Trade Representative (USTR), bilateral trade between the US and Bangladesh came to $10.6 billion in 2024.

US goods imports from Bangladesh totalled $8.4 billion in 2024, of them $7.404 billion apparel imports from Bangladesh rose by 2.15 per cent.

On the other hand, US goods exports to Bangladesh stood at $2.2 billion, down 1.5 per cent of $34.0 million from 2023. The US goods-trade deficit with Bangladesh was $6.2 billion in 2024, reflecting a 2.0-percent increase ($123.2 million) from the previous year.

mirmostafiz@yahoo.com
newsmanjasi@gmail.com

CamScanner

The Financial Express

11 JUL 2025

Export incentives for 43 sectors stay till Dec

Businesses plead for full-year perks

FE REPORT

To further encourage export trade, the government has decided to continue handing out incentives against exports from 43 sectors from July 1 to December 31 in the fiscal year 2025-26.

Export incentives and cash support will range from 0.30pc to a maximum of 10pc

A circular to this effect was issued by Bangladesh Bank (BB) on July 10, 2025.

According to the regulatory firman, the rates of export incentives and cash support for shipped goods from July 1 to December 31 will range from 0.30 percent to a maximum of 10 percent, depending on the product category.

This facility was available to 43 sectors for the entire previous fiscal year from July 1, 2024 to June 30, 2025.

The circular states that the same incentives will continue to be provided for the first six months of the current fiscal year.

According to the circular, the highest cash incentives of 10 per cent will be provided for vegetables, fruits, and processed agricultural produce, diversified jute products, cent-percent halal meat and halal meat products, accumulator batteries, leather products, potato peels, and light- engineering products.

Businesses say the reduction in incentive period is frustrating for them as the prevailing sluggishness in the economy stemming from both internal and external fronts has been hurting the business activities.

Under such circumstances, the business community expects that the government and authorities concerned will review the decision through extending the tenure by another six months.

Contacted for his instant reaction, president of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) Mohammad Hatem said the central bank should have clearly mentioned what will happen after six months to the export-oriented industries.

"Otherwise, it will badly impact their marketing planning," he said.

The leader of Bangladesh's apex knitwear exporters regret that the businesspeople normally suffers a lot in getting the little amount of cash supports in complying too many audits by institutions like Bangladesh Bank and the National Board of Revenue (NBR).

"Instead of such harassment", he says, "the central bank should issue an instruction directing the commercial banks to provide 2.5-percent cash incentives the way they provided to the remitters."

Mr. Hatem mentions that the competitor countries continue to provide various forms of incentives to promote exports and investments there. But, "unfortunately", the country keeps squeezing the incentives on the excuse of LDC (least-developed country) graduation and IMF's suggestion.

"It's a wrong policy."

jubairfe1980@gmail.com

CamScanner

Pharma exports more than double in seven years

Driven by new markets, fresh products, rising investment and skilled workforce

KEY NUMBERS

- Exports more than doubled in 7 years
- Reached $213m in FY25
- Year-on-year export growth was 4%

NEW MARKETS

Uzbekistan, Kazakhstan, and Kyrgyzstan

EMERGING MARKETS

CIS, Africa, and Latin America

OPTIMISM

Industry leaders are hopeful of faster export growth ahead

INNOVATION

- Export growth got a boost from new molecules and locally made medicines
- Modern factories and skilled personnel enable entry into US, EU, and Australian markets

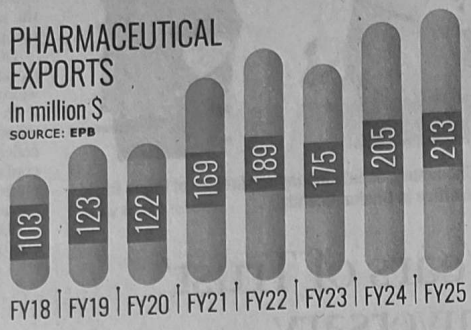

JAGARAN CHAKMA

Bangladesh's pharmaceutical exports have more than doubled over the past seven years, reaching $213 million in the just-concluded fiscal year 2024-2025, thanks to the entry into fresh markets and a wave of new products.

However, on a year-on-year basis, the latest export figure was just 4 percent higher than the $205 million generated in the preceding fiscal year of 2023-24.

Industry insiders remain confident that the momentum would prevail as Bangladeshi pharmaceutical firms are expanding into new and emerging markets.

Seven years ago, the country used to send medicines to around 140 countries. This has now risen to 166 nations across the globe.

With continued investment, regulatory compliance, and a growing skilled workforce, the local pharmaceutical sector is poised not just to sustain but to accelerate its export growth in the years ahead, they said.

"The key reason for this growth is the introduction of new molecules and medicines, which are now being produced locally," said Zahangir Alam, chief financial officer of Square Pharmaceuticals PLC.

"This trend is likely to accelerate in the coming years," he said.

Alam informed that the new export destinations included Uzbekistan, Kazakhstan, and Kyrgyzstan, all members of the Commonwealth of Independent States (CIS) in Central Asia.

"These CIS countries are becoming significant markets for Bangladeshi medicines," he added.

He explained that regulatory procedures in many CIS nations have become more streamlined, enabling Bangladeshi pharmaceutical companies to register and launch their products faster than before.

Demand for affordable yet high-quality generic medicines is rising in these regions, creating new opportunities for Bangladeshi exporters to gain a bigger market share, added Alam.

"In addition to the CIS markets, we are also exploring potential in parts of Africa and Latin America," he said.

"Our strategy involves not just expanding geographically but also diversifying our product portfolio to include specialised therapeutic segments," he said.

Wasim Haider, manager for international marketing at Beximco Pharmaceuticals Ltd, said they have faced significant hurdles over the past three years due to volatile exchange rates of the US dollar and political uncertainties.

However, Beximco Pharmaceuticals Ltd attained a notable year-on-year export growth of around 25 percent to 30 percent last fiscal year, he said.

He also cited new partnerships in previously untapped markets as another key driver behind the growth.

Furthermore, management and staff have put in an extraordinary effort to maintain financial solvency amid industry headwinds, said Haider. "Everyone, from factory workers to head office staff, contributed, which has helped boost our business."

He expressed optimism that, despite prior setbacks, the company was now on a stronger growth trajectory for the remainder of this calendar year.

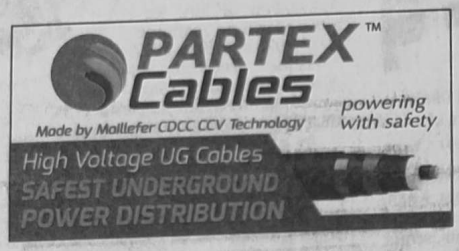

Industry analysts note that Bangladesh's pharmaceutical sector has been increasingly diversifying its product range and investing in compliance with international regulatory standards.

Such factors have helped local companies gain a stronger foothold in overseas markets despite global economic uncertainties, they said.

"We're hopeful that the next doubling will come about faster," said Arefin Ahmed, executive director (marketing) of Incepta Pharmaceuticals Ltd.

Pharmaceuticals differ from other export products like garments because drug registrations can take two to five years, he said.

Moreover, entering regulated industries is a high-stakes endeavour that requires meticulous planning, deep industry knowledge, and a robust strategy, he said.

Over the past decade, leading Bangladeshi pharmaceutical firms have invested heavily in modern factories, quality-control labs, and skilled personnel, enabling them to meet strict regulatory standards in markets such as the US, Europe, and Australia, said Ahmed.

"Ten years ago, we couldn't do what we can do today. We have modern equipment, skilled scientists and pharmacists, and the know-how to produce high-quality medicines," he said.

He also pointed out that a growing pool of pharmaceutical graduates was contributing to the sector's progress.

11 JUL 2025

The Daily Star

CamScanner

The Daily Star

11 JUL 2025

Govt keeps export incentive unchanged

STAR BUSINESS REPORT

The interim government has decided to continue the export incentive and cash assistance for 43 sectors from July to December of this fiscal year to further encourage the country's export trade.

The central bank issued a notice in this regard yesterday, stating that export incentives and cash assistance rates for goods shipped between July 1 and December 31 will range from a minimum of 0.30 percent to a maximum of 10 percent, depending on the product category.

Earlier, the highest rate was 20 percent.

The same facilities were applicable to these 43 sectors throughout the previous fiscal year, from July 1, 2024, to June 30, 2025. The circular states that these incentives will remain unchanged for the first six months of the current fiscal year.

Currently, 43 sectors are eligible for the aid, with the government spending about Tk 9,025 crore annually over the past three years.

The country, for the first time, began cutting the export subsidy in February of last year, and exporters expressed sheer disappointment over the reduction of the cash subsidy.